দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক

দুদক বার্তা

9353004-8 | info@acc.org.bd | www.acc.org.bd

৯ম বর্ষ ⊙ ৩৭তম সংখ্যা ⊙ মার্চ-আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ⊙ চৈত্র-ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা

হট লাইনভিত্তিক অভিযান

প্রশিক্ষণ

বিচার ও দন্ড

সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

করোনা মহামারি দুদকের তিনজন প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল্যবান জীবন কেড়ে নিয়েছে। দুদক প্রশাসন অনুবিভাগের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান গত ০৬ এপ্রিল করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এর পর ০৯ মে মারা যান দুদকের প্রধান সহকারী মোঃ খলিলুর রহমান এবং সর্বশেষ গত ১৫ আগস্ট করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান মোঃ আবু ইউছুফ সরকার। কমিশন এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সৎ, কর্তব্যপরায়ন, সদালাপী ও কর্মঠ এসব কর্মীদের মৃত্যুতে দুদক বার্তার পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা মর্মাহত, বেদনার্ত ও শোকার্ত।

মহামারীর এই কঠিন সময়েও দুদক অবিচল রয়েছে আইনি দায়িত্ব পালনে। তাইতো এপ্রিল-মে মাসে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির খাদ্যবান্ধব কার্যক্রমের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ২০ টিরও বেশি মামলা দায়ের করেছে দুদক। এসব মামলায় বেশকিছু আসামিকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রারম্ভেই দুদক থেকে ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছিল। তারপরও কতিপয় ব্যক্তির সীমাহীন লোভের কারণে কিছু অনিয়ম-দুর্নীতি কিংবা স্বজন-প্রীতির ঘটনা ঘটেছে। কমিশনের নজরে আসা প্রতিটি অভিযোগ আইন-আমলে নেওয়া হয়েছে। অপরাধীদের শাস্তিকল্পে কমিশন আইনি পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করছে।

করোনাকালে ত্রাণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতেও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ পায় কমিশন। মাস্কসহ স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয়, সরবরাহ ও বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ কমিশনের নজরে আসে। এমনকি করোনা টেস্টের নামে জনগণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও পায় কমিশন। প্রতিটি অভিযোগ আমলে নিয়ে একাধিক টিমের মাধ্যমে অভিযোগগুলোর অনুসন্ধান করে কমিশন। এসব অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকেই ইতোমধ্যেই একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলোর তদন্তও শুরু হয়েছে। আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরাধ সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

কমিশনের বার্তা পরিস্কার দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। ব্যক্তির সামাজিক, পেশাগত, ধর্মীয়, আঞ্চলিকসহ কোনো পরিচয়ই কমিশনের কাছে ন্যূনতম গুরুত্ব বহন করে না। অপরাধ এবং অপরাধী চিহ্নিত করে তাদেরকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে।

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

১০৬
নম্বরে ফ্রি কল করুন

নির্বাহী সম্পাদক: দুর্নীতি দমন কমিশন,
প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
9353004-8 | info@acc.org.bd | www.acc.org.bd

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন মার্চ-আগস্ট/২০২০ মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৭৮টি মামলা দায়ের করেছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক চেয়ারম্যান, বেরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ, বাড্ডা, ঢাকা।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১১,৭০,৩৯,৪২৭/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
ডা. তওহীদুর রহমান, সাবেক সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা ও সাবেক অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল এবং ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি), সাতক্ষীরা (অব:) ও অন্যান্য ০৪ জন।	মালামাল ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে সরকারি ৮৮,৫৪,২১০/- টাকা আত্মসাৎ।
মোঃ সাহেদ, চেয়ারম্যান, রিজেন্ট হাসপাতাল লিঃ, লালবাগ, ঢাকা ও অন্যান্য ০৩ জন।	পরস্পর যোগসাজশে জাল-জালিয়াতি ও ভুয়া কাগজপত্র জামানত দিয়ে ১,৫১,৮১,৩৬৫/- টাকা ঋণ গ্রহনপূর্বক আত্মসাৎ।
মাহবুবুল হক চিশতী, ওরফে বাবুল চিশতী, থানা-বকশিগঞ্জ, জেলা-জামালপুর ও অন্যান্য ০৩ জন।	পদ্মা ব্যাংক (দি ফার্মাস ব্যাংক) লিঃ গুলশান কর্পোরেট শাখা হতে ২,৭১,০০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন মার্চ-আগস্ট/২০২০ মাসে ২টি অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
২টি	দুদক অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬-এ অভিযোগ: চট্টগ্রামে করোনাকালে (লকডাউন সময়ে) ভূতুড়ে বিদ্যুৎ বিল, দুদকের হস্তক্ষেপে বিল সংশোধন। দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ জনৈক অভিযোগকারী অভিযোগ করেন যে, করোনাকালীন লক ডাউন সময়ে তার দোকানের মিটার রিডিং না দেখে ভূতুড়ে বিল প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ আমলে নিয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সাউথ জোনকে অভিযোগের ব্যপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পত্র প্রদান করে দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিট। ঐ পত্রের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অভিযোগটি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। দপ্তরটি নিশ্চিত হয় করোনাকালীন (কোভিড-১৯) সময়ে অভিযোগকারীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত মিটার রিডার মিটার রিডিং না নিয়েই ভূতুরে বিল প্রস্তুত করেছেন। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রামের পাথরঘাটা অফিস-অভিযোগকারীর সাথে দ্রুত যোগাযোগ করে তার অতিরিক্ত বিল কমিয়ে বিল সংশোধন করে এবং এরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল ভবিষ্যতে আর ঘটবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। আপরদিকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কাটাবাড়ি শাখা, গাইবান্ধাতে বয়স্ক ভাতার হিসাব খোলার জন্য ব্যাংকের একজন পিয়ন কর্তৃক নির্ধারিত ফি ১০ টাকার পরিবর্তে ১১০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ গৃহীত হয় দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে। গৃহীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিট থেকে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ম্যানেজার সাথে টেলিফোনিক আলোচনায় দ্রুত অভিযোগের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। দুদকের টেলিফোনিক নির্দেশনা আমলে নিয়ে অভিযুক্ত পিয়নকে তাৎক্ষণিক বদলি ও ভবিষ্যতে এ ধরনর কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।